রোগের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) সবকিছু নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন। লোকেরা তাদের নিজেদের কাজের জন্য কষ্ট পায়। আল্লাহ্ সবাইকে ভালোর দিকে ডাকেন, জান্নাতের দিকে, কিন্তু মানবজাতি ভাবে সে নিজে নিজেই অনেক চালাক। যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে সেই প্রকৃতপক্ষে চালাক। আর সেই ব্যক্তি আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে যে অনুসরণ করে আল্লাহ্ যা চান এবং তিনি যা আদেশ করেন।

আল্লাহ্ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের এই দেশগুলোতে জলবায়ু চার ঋতুতে সৃষ্টি করেছেন। যখন আসে, আল্লাহ্র প্রজ্ঞায়, একটি হালকা অসুখ হয়ঃ ঠান্ডা লাগে এবং ফ্লু হয়। এতে মানুষের জন্য পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয় উপকারই আছে। আধ্যাত্মিক দিক হচ্ছে এতে পাপ মোচন হয়, এতে পরিশুদ্ধি হয়। যাদের গুনাহ নেই তারা উঁচু স্তরে পৌঁছায়। অবশ্য সবারই গুনাহ আছে এবং পাপহীন কোন বান্দা নেই।

লোকেরা ভাবে সর্দি-ঠান্ডা এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার কোন পার্থিব উপকার নেই। এতে উপকার আছে কারণ এটি আরও খারাপ অসুখ প্রতিরোধ করে। এটি আল্লাহ্র প্রজ্ঞা যে কিছু বস্তু শরীর থেকে নির্গত হয় যখন এই অসুখ হয় এবং এটি আরও খারাপ অসুখ প্রতিরোধ করে। কিন্তু মানুষ কিছু হলেই অভিযোগ করে। তোমাদের অভিযোগ না করে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যখন কোণ অসুখ হয়। তোমাদের বলা উচিত, "আলহামদুলিল্লাহ"। কৃতজ্ঞতা বারাকাতের জন্য। যখন এরকম কোণ অসুখ বা অসুবিধা হয় তোমাদের বলা উচিত, "আলহামদুলিল্লাহ"। বারাকাত বৃদ্ধি পায় যখন তোমরা কৃতজ্ঞ থাকো। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) বলেনঃ

لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ

"লা'ইন শাকারতুম লা'আযিদান্নাকুম"। "নিশ্চয়ই, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি তোমাদের বৃদ্ধি দান করব (সুরাহ ইব্রাহিমঃ৭)। তাই, তমাদের কৃতজ্ঞ হতে হবে যখন কোন বারাকাত দেখ। তোমাদের বলতে হবে, "আলহামদুলিল্লাহ", এবং সন্তুষ্টি দেখাতে হবে যখন এরকম কোন অসুখ বা অন্য কিছু হয়।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

এখন অনেক কিছু বের হয়েছে, যেমন, চিকেন ফ্লু, সুয়াইন ফ্লু, মাংকি ফ্লু, ইত্যাদি। বাস্তবে এগুলো সব একই, কিন্তু তা বিভিন্ন আকার ধারণ করে মানুষের হস্তক্ষেপের কারণে এবং রোগ আসে তাদের নিজেদের কর্মকান্ডের কারণে। তোমরা একটি রোগকে উপশম করতে গিয়ে বদলাচ্ছ এবং আরও খারাপ
বানাচ্ছ। আমাদের এসব রোগকে দেখতে হবে উপকারী হিসেবে, আমাদের এগুলোকে আল্লাহ্‌র বারাকাত হিসেবে দেখতে হবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের কৃতজ্ঞ হতে হবে, কৃতঘ্ন নয়।

ভাগ্যক্রমে এসব ছোট অসুবিধার মাধ্যমে আমাদের বড় ধরণের জিনিস থেকে নিরাপদে রাখা হচ্ছে। আমরা বলি সকল মহিমা আল্লাহ্‌র। এগুলো আমাদের অন্যান্য অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবে। মানুষেরা হালকা বোধ করে যখন ছোট ছোট রোগ পাপমুক্ত করে, যখন আর কোন গুনাহ থাকে না। আল্লাহ্‌ আমাদের সবাইকে সাধারণ সুবোধ এবং বুদ্ধিমত্তা দান করুন যেন আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে ভাবতে পারি এবং যেন সাথে সাথেই সবকিছু নিয়ে অভিযোগ বা আপত্তি না করি ইনশাআল্লাহ।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
১৩ জানুয়ারী ২০১৭/১৫ রাবিউল আখির ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ।